যীশু রাজার রাজত্ব

(The Kingship of Jesus)

যোহন ৯২ অধ্যায় পদ

পিতার ইচ্ছানুসারে যীশুর পার্থিব পরিচর্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হল দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান। যীশু যদিও তাঁর পার্থিব জীবনে সর্বদাই দুঃখভোগ করেছেন, তথাপি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ সপ্তাহটি সেই দুঃখভোগকে চরম আকার দিয়েছিল। তা স্মরণ করে আমরা আমাদের খ্রীস্টীয় ক্যালেণ্ডারে তাঁর দুঃখভোগের সপ্তাহ *(passion week)* পালন করে থাকি। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আগের রবিবার, তথা আজ থেকে এই দুঃখভোগ সপ্তাহের শুরু, কারণ এই কয়দিনে তিনি যে সমস্ত ঘটনার মুখোমুখী হন, তা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে দুঃখার্ত করেছিল, যা শুক্রবার ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে শেষ হয়েছিল। আজ সেই দুঃখভোগ সপ্তাহের শুরু, যেদিন তিনি গাধার পিঠে চড়ে শিষ্যদের ও জনতার ব্যাপক সম্বর্ধনায় শেষ বারের জন্য জেরুশালেম শহরে প্রবেশ করেছিলেন। মথি, মার্ক, লূক এবং যোহনের লেখা প্রত্যেকটি সুসমাচারেই (মথি ২১:১-৯; মার্ক ১১:১-১০; লূক ১৯:২৮-৪০; যোহন ১২:১২-১৯) এই ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সুসমাচারে এই ঘটনার বর্ণনাকে তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে, যোহনের সুসমাচারে এই ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সবথেকে সংক্ষিপ্ত এবং সবথেকে সহজ সরল ভাষায়। অন্য সমদর্শী সুসমাচারে এই ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে যখন আমরা যোহনের লেখা এই ঘটনার তুলনা করি, তখন দেখতে পাই যে, যোহন প্রথমে জনতার দ্বারা সাধিত কাজ বর্ণনা করেছে (১২-১৩ পদ), এবং তারপর খুব সংক্ষেপে যীশু কী করেছিলেন (১৪ পদ), তা বর্ণনা করেছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পেছনে যীশুর পরিকল্পনা (মার্ক ১১:১-৬) সম্বন্ধে কোনও কথাই যোহন লেখেনি। আবার, মথির সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে *"বেশিরভাগ লোক নিজের নিজের কাপড় পথে পেতে দিল ও অন্যান্য লোক গাছের ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল"* (মথি ২১:৮), মার্কের সুসমাচার অনুসারে *"অনেকে নিজের নিজের কাপড় পথে পেতে দিল ও অন্যেরা ক্ষেত থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল"* (মার্ক ১১:৮); লূকের সুসমাচার অনুসারে *"লোকেরা নিজের নিজের কাপড় পথে পেতে দিতে লাগল"* (লূক ১৯:৩৬)। একমাত্র যোহনের সুসমাচারে ***খেজুর পাতার*** (যোহন ১২:১৩) কথা বলা হয়েছে, যার নাম থেকে এই দিনকে খেজুর-পাতার রবিবার *(Palm Sunday)* বলে অভিহিত করা হয়। আজ আমরা যোহনের সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে, এই ঘটনাকে উপলব্ধি করব।

যোহন ১২:১২ পদে বলা হয়েছে, *"পরদিন পর্বে আগত বিস্তর লোক যীশু জেরুশালেমে আসছেন শুনতে পেয়ে . . .।"* এখানে *"পরদিন"* কথার অর্থ, এই দিনটি ছিল ১২:১ পদের প্রেক্ষিতে পরের দিন। ১২:১ বলা হয়েছিল, *"নিস্তারপর্বের ছয়দিন পূর্বে যীশু বৈথনিয়াতে এলেন।"* অর্থাৎ, এই দিনটি হল নিস্তার পর্বের পাঁচদিন পূর্বের দিন। আর এই পদে, নিস্তার পর্বকেই নির্দেশ করা হয়েছে, যার বিষয় ইতিমধ্যে ১১:৫৫ পদে বলা হয়েছে, *"তখন ইহূদীদের নিস্তার পর্ব সন্নিকট ছিল, এবং অনেক লোক নিজেদের শুচি করবার জন্য নিস্তারপর্বের পূর্বে জনপদ থেকে জেরুশালেমে গেল।"* পর্বে যোগদান করতে এই যে সমস্ত ইহূদী মিলিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল গালীলীয়, তারা যখন শুনেছিল যে তাদের প্রদেশের পরিচিত ভাববাদী যীশু জেরুশালেমে আসছেন, তখন তারা আনন্দে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল; অন্যদিকে, পর্বে যোগদান করতে অন্য যারা এসেছিল, তাদের অনেকেই যীশুর দ্বারা মৃত লাসারকে জীবনদানের কথা শুনেছিল (যোহন ১১:৫৬-৫৭), তাই তারাও যীশুকে দেখতে ও তাঁকে সম্মান জানাতে চেয়েছিল।

১৩ পদে বলা হয়েছে, *"খেজুর পাতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল, আর উচ্চৈস্বরে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এই কথা বলতে লাগল, হোশান্না; ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা।'' আজকের দিনের ন্যায় সেই সময়ও জেরুশালেমের চারিদিকে অনেক খেজুর গাছ চোখে পড়ত। কিন্তু নিস্তারপর্বের সঙ্গে খেজুর পাতার কি কোনও সম্পর্ক ছিল? না, নিস্তার পর্বে খেজুর পাতার ব্যবহারের কথা আমরা কোথাও পাই না। একমাত্র কুটিরবাস পর্বের সময় খেজুর-পাতা নিয়ে সাত দিন আনন্দ করতে লোকদের আদেশ করা হয়েছিল (লেবীয় ২৩:৪০)। কিন্তু ইহুদিদের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, মাক্কাবীদের সময় থেকে খেজুর-পাতাকে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৬৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন জেরুশালেম মন্দির পুনর্বার উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তারা তাদের শোভাযাত্রায় খেজুর-পাতা ব্যবহার করেছিল (২মাক্কাবী ১০:৭); আবার যখন শিমোনের নেতৃত্বে ১৪১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে কিছু কালের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, তখনও তারা খেজুর-পাতা ব্যবহার করেছিল (১মাক্কাবী ১৩:৫১)। পরবর্তীকালে, রোমের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময় (৬৬-৭০ খ্রীস্টাব্দ এবং ১৩২-১৩৫ খ্রীস্টাব্দ) জাতীয় প্রতীক হিসাবে তাদের মুদ্রায় খেজুর পাতার ব্যবহারকেও আমরা দেখতে পাই। তাই, যীশুর জেরুশালেম প্রবেশের সময় লোকেরা যখন খেজুর-পাতা নিয়ে যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এসেছিল, তখন তার দ্বারা তারা তাদের জাতির আসন্ন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছিল। আর তাই, তারা আমাদের প্রভুকে এই বলে সম্মোধন করেছিল, *''হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা।''*

তারা যীশুর প্রতি এই যে উচ্চৈস্বর করেছিল, তার দ্বারা তারা গীত ১১৮:২৫-২৬ পদকে উদ্ধৃত করেছে। গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়কে প্রভুর প্রশংসা-গীত *(Hallel Psalms)* বলা হয়ে থাকে। গীত ১১৮:২৫-২৬ পদে বলা হয়েছে, *''আহা! সদাপ্রভু বিনয় করি, পরিত্রাণ কর; আহা! সদাপ্রভু বিনয় করি, সৌভাগ্য দাও। ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ থেকে তোমাদের ধন্যবাদ করি।''* গীত ১১৮ অধ্যায়টি নিস্তারপর্ব এবং কুটিরবাস পর্ব, এই উভয় পর্বের সময়ই গাওয়া হত। ''হোশান্না'' শব্দটি হিব্রু *hoshiah-nna* শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ, *''এখন পরিত্রাণ কর''* অথবা *''এখন বিজয় দাও।''* হিব্রু বাইবেলের যে গ্রিক অনুবাদ *(Septuagint)* হয়, তাতে এই শব্দের জন্য কোনও গ্রিক শব্দকে ব্যবহার না করে, উচ্চারণ অনুসারে ''হোশান্না'' করা হয়েছে। এই পদকে যখন যোহন ১২:১৩ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তখন হিব্রু উচ্চারণের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি; ইংরাজি বা বাংলায়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গীত ১১৮:২৫-২৬ পদ হল, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের যে বিজয় দিয়েছেন, তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের গীত। ইহূদীরা যখন কাউকে অভ্যর্থনা বা স্বাগত জানাত, তখন তারা এমন কথা (প্রবাদ বাক্য) বলত: *প্রভুর নামে আপনাকে স্বাগত জানাই।''* রাজাদের প্রতি বিজয় অভ্যর্থনা জানাতে গীত ১১৮ অধ্যায় গাওয়া হত। তাদের কোনও রাজা যখন যুদ্ধ জয় করে, শত্রুদের পরাজিত করে ফিরে আসত, প্রজারা তখন তাদের যুদ্ধজয়ী রাজার সঙ্গে পথেই সাক্ষাৎ করত এবং জেরুশালেম মন্দির পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গ দিত। মন্দিরে পৌঁছালে যাজক গীত ১১৮:২৬ পদ পাঠ করে বলত, *''ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন।''*

এই অর্থেই, এখানে, *''যিনি প্রভুর নামে আসছেন''* ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, তারা যীশুকে *''যিনি ইস্রায়েলের রাজা''* বলেও সম্মোধন করেছে। কিন্তু এখানে, জনতা তাদের নিজেদের চিন্তানুসারে, এই গীতের ব্যাখ্যা করেছে এবং তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে ইস্রায়েলের রাজাকে চেয়েছে। হ্যাঁ, তারা তাদের চিন্তায় রোমীয় পরাধীনতা থেকে উদ্ধারকারী একজন যুদ্ধবীর রাজাকে চেয়েছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের দেশে স্বপ্নের ইহুদি রাজ্যের প্রতীষ্ঠা করবে। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে তারা যীশুকে *''ইস্রায়েলের রাজা''* উপাধিতে ভূষিত করেছে; যীশু তাদের সেই উপাধিকে বর্জন না করলেও, তাঁর পরবর্তী আচরণের দ্বারা, মশীহ সম্বন্ধে তাদের চিন্তাকে খণ্ডন করেছেন।

১৪-১৫ পদে বলা হয়েছে, *''তখন যীশু একটি*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গর্দ্দভ-শাবক পেয়ে তার উপর বসলেন, যেমন লেখা আছে, অয়ি সিয়োন-কন্যে, ভয় কোরো না; দেখ, তোমার রাজা আসছেন, গর্দ্দভ-শাবকে চড়ে আসছেন।'' বৈথনীয়াতে লাসার ও তার দুই বোন মার্থা-মরিয়মের বাড়ীতে রাত কাটানোর পর, যীশু জৈতুন পাহাড়ের গা বেয়ে কিদ্রোণ উপত্যকা হয়ে জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পায়ে হাঁটা সামান্য পথ, এর আগে তিনি সর্বদা পায়ে হেঁটেই গেছেন; কিন্তু জনতা যখন তাঁকে রাজ-সম্বোর্ধনায় স্বাগত জানিয়েছে, তখন তিনি গর্দ্দভ-শাবককে তাঁর বাহন হিসাবে ব্যবহার করে, ইস্রায়েলের প্রকৃত রাজা সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত চিন্তা তথা আশার সংশোধন করেছেন এবং নগরবাসীকে প্রকৃত শান্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। যীশুর এই কাজকে আমরা মৌখিক দৃষ্টান্ত নয়, কিন্তু বাস্তবে সাধিত দৃষ্টান্ত বলতে পারি। যীশুর এই কাজকে সুসমাচারের অন্যান্য লেখকের ন্যায়, যোহনও সখরির ৯:৯ পদের পূর্ণতা হিসাবে বর্ণনা করেছে। সখরিয় ৯:৯ পদে এই কথা বলা হয়েছে, *''হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে জেরুশালেম-কন্যা জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্র ও গর্দ্দভে উপবিষ্ট, গর্দ্দভীর শাবকে উপবিষ্ট।''* যোহন যখন এই পদকে উদ্ধৃত করেছে, তখন কেবল জেরুশালেমকে ''সিয়োন-কন্যা'' নামে এবং ''তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন,'' ও ''গর্দ্দভ-শাবকে চড়ে আসছেন'' উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু কেবল রাজার আগমনের কথা নয়, জেরুশালেমের (শান্তির নগরের) রাজার আগমনের মাধ্যমে কী কী ঐশ্বরিক প্রতীজ্ঞা পূর্ণ হতে চলেছে, তার কথা সখরিয় ৯:১০ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, *''আর আমি ইফ্রয়িম থেকে রথ ও জেরুশালেম থেকে অশ্ব উচ্ছিন্ন করব, আর যুদ্ধ-ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র, ও নদী পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে।''* এই পদের শেষাংশে যে সিয়োনের রাজার বিশ্বব্যাপী সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে, তা গীত ৭২:৮ পদ *(তিনি এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করবেন)* থেকে ধার করা হয়েছে, যেখানে তার দ্বারা দায়ূদ সন্তানকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁর রাজত্ব পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবে; এবং তা যুদ্ধাস্ত্র অপসারণের মাধ্যমে শুরু হবে। শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজার আগমনকে স্পষ্ঠ করে তুলে ধরতে, ভাববাণীতে এবং তার ঐতিহাসিক পূর্ণতায় গর্দ্দভ-শাবককে রাজার বাহন হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। গর্দ্দভ-শাবকের পরিবর্তে যীশু যদি সাদা ঘোড়া ব্যবহার করতেন, তাহলে তার দ্বারা সখরিয় ৯:১০ পদের ভাববাণী পূর্ণ হত না; তার দ্বারা তৎকালীন জেরুশালেমবাসীর আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধবীর রাজার আগমন সাধিত হলেও, ঈশ্বর মনোনীত মশীহের আগমন হত না, কারণ ঈশ্বর জেরুশালেমের জন্য যে রাজাকে মনোনীত করেছেন, তিনি নম্র, গর্দ্দভ-শাবকে উপবিষ্ট এবং তাঁর দ্বারা জেরুশালেম থেকে যুদ্ধ-ঘোড়া উচ্ছিন্ন হবে। জনতার অনেকে চেয়েছিল, যীশুর নেতৃত্বে রোমীয়দের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, যার দ্বারা হয়ত স্বাধীনতা ও শান্তি স্থাপিত হবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু যীশু তাদের চিন্তার সেই পথে শান্তি আনবার জন্য আসেননি। ঈশ্বরের দুঃখভোগকারী দাস (যিশাইয় ৫২:১৩-৫৩:১২) হিসাবে তিনি তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সন্তানদের সম্মিলিত করতে চলেছেন; শত্রুতাকে ধ্বংস করে শান্তি আনয়ন করতে চলেছেন।

সেদিন সেই জনতার মধ্যে কতজন যীশুর সেই কাজের মধ্যে তাঁর শান্তির পথকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তা বলা কঠিন; এমনকী, তাঁর শিষ্যরাও সেই মুহূর্তে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই, যোহন ১৬ পদে লিখেছে, *''তাঁর শিষ্যরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝলেন না, কিন্তু যীশু যখন মহিমান্বিত হলেন, তখন তাদের মনে পড়ল যে, তাঁর বিষয় এই সমস্ত লিখিত ছিল, আর লোকেরা তাঁর প্রতি এই সমস্ত করেছে।''* যীশু যখন জেরুশালেম মন্দির পরিষ্কার করার পর, তিন দিনে মন্দির নির্মাণ করার কথা বলেছিলেন, তখনও শিষ্যরা যীশুর সেই কথার অর্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানেও যোহন একই প্রকার মন্তব্য করেছে *''যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে,*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তিনি এই কথা বলেছিলেন, আর তারা শাস্ত্রে ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করল'' (যোহন ২:২২)। আমরা জানি যোহন ১৪:২৬ পদে, মৃত্যুর পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, *''কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদের যা যা বলেছি, সে সমস্ত স্মরণ করিয়ে দেবেন।''* এর অর্থ, পবিত্র আত্মা শিষ্যদেরকে যীশুর কথা কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া নয়, কিন্তু তার অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম করবে। এখন, যোহন ৭:৩৯ পদ *(তখনও আত্মা দত্ত হন নাই, কারণ তখনও যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই)* অনুসারে, যীশুর জেরুশালেম যাত্রার দিন পর্যন্ত যীশু যেহেতু মহিমান্বিত হন নাই, সেইহেতু, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত শিষ্যদের প্রতি আত্মাও দত্ত না হওয়ার কারণে, তাদের পক্ষে সেই মুহূর্তে যীশুর বিষয় এই ভাববাণী ও যীশুর প্রতি লোকদের কাজের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যীশু মহিমান্বিত হবার পর, যার অর্থ তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু (তাঁর উচ্চীকৃত হওয়া), পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর যখন শিষ্যদের প্রতি পবিত্র আত্মা দত্ত হয়েছিলেন, তখন তারা এই সমস্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

১৭ ও ১৮ পদে এই জনতার মধ্যে দুটি দলকে নির্দেশ করা হয়েছে: *''তিনি যখন লাসারকে কবর থেকে আসতে ডাকেন, এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠান, তখন যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সাক্ষ্য দিতে লাগল। আর এই কারণে লোকেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, কারণ তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্ন-কাজ করেছেন।''* এখানে দুই দলের লোকের কথা বলা হয়েছে: একদল লোক, যারা মৃত লাসারকে জীবিত (যোহন ১১:৪৫) করার ঘটনার সাক্ষী; এবং অন্য দলটি হল, সেই সমস্ত তীর্থযাত্রী যারা নিস্তার পর্বে যোগদানের জন্য আগে আগে জেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খেজুর-পাতা হাতে নিয়ে যীশুর অবশিষ্ট পথে সঙ্গী হয়েছে (যোহন ১২:১২)। যারা মৃত লাসারের জীবনদানের সাক্ষী ছিল, তারা যা দেখেছিল ও শুনেছিল, সে বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়েছিল; ফলস্বরূপ, তাদের সেই সাক্ষ্য যারা শুনেছিল, তারাও তা বিশ্বাস করেছিল। এখন তাদের মনে যে চিন্তা ও যুক্তি ডানা বেঁধেছিল, তা হল, যে ব্যক্তি চার দিনের একজন মৃতকে বাঁচাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই রোমীয় সম্রাটের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের পবিত্র নগরকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

১৯ পদে এই ঘটনা দেখে ফরীশীদের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে: *''তখন ফরীশীরা পরস্পর বলতে লাগল, তোমরা দেখছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, জগৎসংসার ওঁর অনুসরণকারী হয়েছে।''* যীশু যদি চাইতেন, এই সুযোগকে ব্যবহার করে রোমীয়দের বিরুদ্ধে একদল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিদ্রোহ শুরু করতে পারতেন। তারা রোমীয় সেন্যদের অস্ত্রের মোকাবিলা করতে পারত কি-না, তা বলা কঠিন। কিন্তু যীশুর বিষয় ফরীশীরা যে ভয় পাচ্ছে, তার কোনও যুক্তি নেই; কারণ সেই ধরণের বিদ্রোহকে নেতৃত্বদানের কোনও ইচ্ছা যীশুর নেই। ইস্রায়েলের উপর রোমীয়দের কর্তৃত্বকে (তা অত্যাচারের হলেও) বেশিরভাগ ফরীশী ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞান করত; তাই, ঈশ্বর নিজে যতদিন-না তা থেকে তাদের উদ্ধার করছেন, ততদিন তা সহ্য করার কথা তারা বলত। তাই, তারা যীশুর আচরণ, তথা জনতার উচ্ছাসকে ভালো চোখে দেখেনি। অন্যদিকে, ''সমস্ত জগৎসংসারকে'' নির্দেশ করার মাধ্যমে ফরীশীরা জেরুশালেমের সমস্ত মানুষকে নির্দেশ করেছে। কিন্তু তাদের সেই কথার মধ্যে লেখক যোহন সেই সমস্ত মানুষের জগতকে দেখতে পেয়েছে, যাদেরকে ভালোবেসে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন, যেন তারা বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় (যোহন ৩:১৬, ১৭)। মহাযাজকের ন্যায়, ফরীশীরাও তাদের এই কথার দ্বারা সেই সত্যকে প্রকাশ করেছে যে, যীশু তাঁর মৃত্যুর দ্বারা সেই জগতের উপর তাঁর সার্বভৌম রাজত্ব স্থাপন করতে চলেছেন, যে **জগতে** ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন সন্তানদের তিনি একত্র করতে চলেছেন (১১:৫২); যে **জগতের** পাপভার বহন করতে তিনি এসেছিলেন (১:২৯); যে **জগতের** জীবনের জন্য তিনি তাঁর মাংস দিয়েছেন (৬:৫১);

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যেন সেই **জগৎ** জানতে পারে যে, ঈশ্বর যীশুকে প্রেরণ করেছেন (১৭:২১, ২৩)। যীশুর রাজত্ব কেবল ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাঁর রাজত্ব সমগ্র সৃষ্টির উপর এবং তিনি তা কেবল তাঁর দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে লাভ করতে চলেছেন।

আজ যখন আমরা যীশুর শেষ জেরুশালেম যাত্রাকে স্মরণ করছি, তখন আমরা যেন যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কাজের বিষয় সঠিক ধারণার অধিকারী হই। যীশু কোনও যুদ্ধবীর বা রাজনৈতিক নেতা হয়ে ইহূদীদের দেশ বা জাতিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বা ইহূদী ধর্মীয় চিন্তা সমগ্র দেশের উপর কায়েম করতে আসেননি (হিন্দুত্ববাদ???)। পাপের দ্বারা যে মানুষ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী হয়েছিলাম, ফলস্বরুপ পাপ ও শয়তানের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছিলাম; তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, পাপ ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকারকারী সন্তানদের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করতে, তিনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই, সেই ঈশ্বরের রাজ্যের শান্তির খোঁজ আমাদেরকে দিতে তিনি ঈশ্বরের দুঃখভোগকারী দাস হয়ে, মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকী ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত পিতার আজ্ঞাবহ হয়ে, সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রভু হয়েছেন, এবং পিতা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছেন (ফিলিপীয় ২:৬-১১)। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা যেন খ্রীস্টীয় সংকীর্ণ চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করি, আমাদের দেশকে যীশুর নামে জয় করার নাম করে, খ্রীস্ট ধর্মকে জাতীয় ধর্ম বা আমাদের দেশকে খ্রীস্টীয় দেশ করার বিকৃত চিন্তা থেকে বিরত হই। ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ (রোমীয় ১৪:১৭)। আমাদের সংকীর্ণ চিন্তা ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে প্রচূর ব্যবধান? অসুন, সংকীর্ণ চিন্তা ত্যাগ করে তাঁর মহান আদর্শে উৎসাহিত হই?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com